তারিখ ... ২।৩।৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ইস্কাটন সড়কে ছাত্রদের মিছিল —ইত্তেফাক

ফার্মগেটে সরকার সমর্থিত যুবকদের তৎপরতা —ইত্তেফাক

পূর্ণ হরতাল

(১ম পৃঃ পর)

দিকে পুলিশ প্রহরাধীনে কোন কোন রাস্তায় সামান্য কয়েকটি গাড়ী চলাচল করে।

হরতালের কারণে ঢাকাগামী ট্রেন বিলম্বিত হয়। খুব স্বল্প সংখ্যক যাত্রী লইয়া ঢাকা হইতে ট্রেন অবশ্য যথাসময়ে ছাড়িয়া যায়। হরতালকালে বাংলাদেশ বিমানের তিনটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। সদরঘাট হইতে তিনটি লঞ্চ এ সময় ছাড়ে।

সুপ্রীম কোর্টে কোন আইনজীবী আদালতে হাজির হন নাই, মাননীয় বিচারপতিগণও আসন গ্রহণ করেন নাই। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে ভাইস চ্যান্সেলারসহ সকল শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারী একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন।

হবাগ মাসকো স্কুজ, ফার্ম-ট, হাইকোর্ট মোড়, আজিম-র, পলাশী, মীরপুর, মহাখালীর ড়, গুলশানের সন্নিকটে, শহীদ তুমীর কলেজ, শেরে বাংলা গরের কৃষি কলেজ কমপ্লেক্স, লিস্তান এলাকায় হরতালকেন্দ্রিক জটলা, সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, গুলীবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সীমাবদ্ধ ছিল। ৫টি বিআরটিসি বাসসহ ১৬টি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অবশ্য বিআরটিসি ক্ষতিগ্রস্ত বাসের সংখ্যা ২৫ বলিয়া দাবী করে।

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, আদমজী হইতে চারজন, আর্ট কলেজ হইতে দশজন, টিএসসি হইতে ১জন ছাত্রী, এফএইচ হল হইতে লাঠিচার্জ ও গুলীতে আহত ১২জন পুলিশ কণ্ট্রোলরুম হইতে দুপুরের দিকে গুরুতর জখমসহ ২০/২৫ জন, বিকাল ৩টায় কণ্ট্রোল রুম হইতে অনুরূপভাবে আহত ভার্সিটির ২০/২৫জন ছাত্র কর্মচারী, মুগদাপাড়া হইতে গুলীবিদ্ধ এক ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নেওয়া হয়। আহতদের মধ্যে আদমজীর একজন মারা যায়। বাকীদের মধ্যে ২০ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে।

তোপখানা ও ফার্মগেট এলাকা ব্যতীত রাজধানীতে রাজনৈতিক দলের পিকেটিং-এর চেষ্টা চলে নাই। এসব স্থানে পিকেটিং পুলিশ-বিডিআরের প্রথম চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাওরান বাজার ও তোপখানায় নূতন বাংলার সমর্থক বলিয়া কথিত কয়েক ব্যক্তি হরতালকারীদের হাতে প্রহৃত হয়। অন্যান্য স্থানে এসব যুবক পুলিশের ছত্রছায়ায় থাকিয়া হরতালকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।

সাদা পোশাকধারী একদল লোক গতকাল বিকালে তোপখানা রোড হইতে গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা জনাব সিরাজুল হোসেন খানকে তুলিয়া নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু উপস্থিত পথচারী ও জনসাধারণের জিজ্ঞাসা ও বাধার কারণে তাহারা ব্যর্থ হয়।

আজ গায়েবানা জানাজা

৭দল আজ (শুক্রবার) বাদ জুমা বায়তুল মোকাররমে গায়েবানা জানাজার আয়োজন করিবে।

কার্জন হলের পুর্ব দিকে

কার্জন হলের পুরাতন হাইকোর্ট ভবন মোড়ে গতকাল সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ও পথচারী পুলিশ ও তাহাদের ছত্রচ্ছায়ায় সক্রিয় সশস্ত্র সরকার সমর্থক যুবকদের বিরুদ্ধে ৬ ঘণ্টাব্যাপী সম্মুখ মোকাবিলার সংঘর্ষ চালা-

গতকাল কার্জন হলের কাছে —ইত্তেফাক

নিহত বালক

ইয়া যায়। এ সময় ৪০ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী, অজস্র রাউণ্ড টিয়ারগ্যাস, কয়েকটি হাতবোমা ব্যবহৃত হয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের মূল হাতিয়ার ছিল ইট-পাটকেল। পুলিশ কার্জন হলের ফটক ভাঙ্গিয়া ছাত্রদের তাড়াইবার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে কার্জন হলের ভিতর হইতে তিনটি হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়। ছাত্রদের সমর্থনে ইষ্টক যুদ্ধে অবতীর্ণ পরিবহন শ্রমিক ও সাধারণ লোকদের সমাবেশের উপর রেলওয়ে হাসপাতালের দিক হইতে আসিয় বিডিআর দুপুরের আগে বেশকিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যায়। এফ এইচ হলের ভিতর হইতেও কয়েকজন তরুণকে ধরিয়া ট্রাকে তোলা হয়। দুপুর নাগাদ পুরাতন হাইকোর্টের দিক হইতেও ছাত্রদের সমর্থনে পুলিশের উপর ইট-পাটকেলের বৃষ্টি শুরু হয়।

ঢাকা-গ-৪৮৮৫ নম্বরের একটি লাল রঙ মিটসুবিসি পিকআপে চাপিয়া হকিষ্টিক ও পিস্তলধারী সরকার সমর্থক যুবকরা কার্জন হলের বাহিরে সচিবালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে পৌঁছিয়া ছাত্রদের উপর আক্রমণ শুরু করিলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। পুলিশের ঢাল হাতে লইয়া পুলিশের মাঝে মাঝে ছুটাছুটি করিয়া এই সকল যুবক ছাত্রদের আক্রমণ করে। এ পর্যায়ে ছাত্ররা ইহাদের উদ্দেশ্য 'নতুন বাংলার চামড়া—' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়া পাল্টা আক্রমণ চালায়। এসকল যুবকদের একজন পুলিশের সামনে ছুটিয়া গিয়া কার্জন হলের ভিতরের দিকে পিস্তল দিয়া দুই রাউণ্ড গুলী চালায়। সকাল সাড়ে ১০টায় দিকে সবুজ, সাদা রঙের চারটি লাল নম্বর প্লেটধারী মাইক্রোবাস ও জীপ বোঝাই হইয়া সশস্ত্র সরকার সমর্থক যুবক ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে পুলিশ অফিসারগণ তাহাদের উক্ত এলাকায় না নামিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ জানান। প্রথম লালপিকআপসহ ৫টি গাড়ী এলাকা ছাড়িয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর রেলওয়ে হাসপাতালের দিক হইতে বিডিআর বাহিনী অগ্রসর হয়। ১১টার কিছুক্ষণ পূর্বে মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার ঘটনাস্থলে পৌছেন। ইহার পরও অবিরাম ইটপাটকেল বিনিময়ের মাঝে মাঝে টিয়ারগ্যাসে কার্জন হলের ভিতর দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া, ফাঁকা আওয়াজে এলাকা প্রকম্পিত করিয়া সংঘর্ষ চলিতে থাকে। সংঘর্ষকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হুইসেল বাজাইয়া আওয়ান হওয়ার এবং বিদ্যুৎ থাম অনবরত আঘাতের শব্দ তুলিয়া সক্রিয় কর্মীদের কৌশলগত পশ্চাদপসারণের সংকেত দেয়। বেলা সাড়ে এগারোটায় ইষ্টক বর্ষণে ডিসি (সাউথ) জনাব আবদুস সালাম আহত হন। ১১-৪০ মিনিটে পুলিশ প্রথম গুলী বর্ষণ করে।

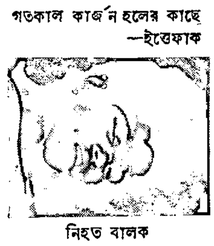

গতকাল সকালের দিকে ফুলবাড়িয়ার পার্শ্ববর্তী রেলওয়ে হাসপাতালে ঢুকিয়া একদল যুবক কিছু টেবিল-চেয়ার তুলিয়া লইয়া যায়।

কার্জন হল পাশের সংঘর্ষের জের তোপখানা রোডেও বিস্তার লাভ করে। বেলা সাড়ে ৯টা হইতে ১টা পর্যন্ত এখানে ৫ বার লাঠিচার্জ ও বহুজনকে পুলিশের গাড়ীতে তুলিয়া নেওয়া হয়। ৫ বারের মধ্যে ৪বার পুলিশ ও ১ বার বিডিআর লাঠিচার্জ করে। কার্জন হল-পার্শ্বের সংঘর্ষ মোকাবিলায় শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুলিশ ও বিডিয়ারের গাড়ী যাতায়াতকালে পথিপার্শ্ব হইতে গাড়ী লক্ষ্য করিয়া জনতা ঢিল ছুঁড়িলে লাঠিচার্জ হয়। এসময় পুলিশকে কিশোরদেরও বেদম প্রহার করিতে দেখাযায়। জনতা এখানে একবার ইটা ও পথিপার্শ্বের একটি ভাঙ্গা ঘরের বেড়া টানিয়া আনিয়া ব্যারিকাডও সৃষ্টি করে। বেলা সাড়ে আটটায় ১৫ দলীয় নেতা মিঃ নির্মলসেনকে প্রেস ক্লাবের গেটের ভিতর হইতে গ্রেফতার করে। কিন্তু ৫ মিনিটের মধ্যেই পথচারীরা পুলিসের হাত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া নেয়।

গুলিস্তান এলাকা

হরতালের সময় শহরের গুলিস্তান-বায়তুল মোকাররম এলাকায় সর্বক্ষণ উত্তেজনা বিরাজ করিতেছিল।

সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে জনাব আবদুল মান্নান, জনাব তোফায়েল আহমদ, মিঃ নির্মল সেন, জনাব রাশেদ খান মেনন এবং ১৫ দলের আরও কয়েকজন নেতা বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে পায়ে হাঁটিয়া হরতাল পরিস্থিতি দেখার সময় পুলিশ তাঁহাদের ধাওয়া করে। এই সময় সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নানকে গ্রেফতার করা হয়।

সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পুলিশ প্রহরায় বিআরটিসির ৪টি বাস উত্তর দিকে যাত্রা করে। অবশ্য ইহার পর বিআরটিসির আর কোন বাস টার্মিনালে আসে নাই বা টার্মিনালে রক্ষিত দুইটি বাস রাস্তায় বাহির হয় নাই।

সাড়ে ৮টার দিকে ফুলবাড়িয়া টার্মিনালের দিকে পুলিশের সহিত বিক্ষোভকারীদের প্রথম ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। ইহার পর হইতে বেলা দুইটা পর্যন্ত ঐ এলাকায় কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। সকাল ১০টার দিকে ১১টি জীপ-কার-মাইক্রোবাস গুলিস্তান এলাকায় পৌঁছে। এইসব যানবাহনের আরোহীরা হকিষ্টিক, লাঠি, কাটাশিকল, লোহার রড ও পিস্তল হাতে রাস্তায় নামিয়া আসিয়া বিক্ষোভকারী ও পথচারীদের তাড়া করে। এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীরা কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি না করিয়া পশ্চাদপসরণ করে। পরে অবশ্য বিক্ষোভকারীরা আবার জমায়েত হয়। বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহার পর খণ্ড খণ্ড দলে বিক্ষোভকারীরা বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে জমায়েত হইয়া বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। নেতৃত্বহীনভাবে সাড়ে ৩টার দিকে বায়তুল মোকাররম হইতে সহস্রাধিক লোকের একটি মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি বঙ্গবন্ধু এভেন্যুতেই পদচারণা সীমাবদ্ধ রাখে।

পুরাতন শহরের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। সদরঘাট টারমিনাল হইতে সকালের দিকে ৩টি লঞ্চ ছাড়া আর কোন লঞ্চ বা ষ্টীমার ছাড়ে নাই। কয়েকটি লঞ্চ ঘাটে ভিড়িলে যাত্রীরা নিজেদের লটবহর লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গন্তব্যস্থলে যায়।

কমলাপুর

কমলাপুর রেল ষ্টেশন হইতে গতকাল সকল ট্রেন যথাসময়ে ছাড়িয়া যায়। কিন্তু ট্রেনগুলিতে যাত্রীর সংখ্যা ছিল খুব সামান্য। কোন কোন বগী ছিল একেবারেই ফাঁকা।

কতিপয় তরুণ গতকাল সকাল হইতে মুগদাপাড়া ওভারব্রীজের কাছে অফিসগামী সকল লোককে আটকাইয়া রাখে। সকাল ৯টা পর্যন্ত মুগদাপাড়ার নূতন সড়কে কয়েক হাজার অফিসগামী লোক জমিয়া যায়। কেহ কেহ রেল ষ্টেশনের দেওয়াল টপকাইয়া অফিসের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময়ে ওভারব্রীজের নীচে রেললাইনের উপর ব্যারিকেড সৃষ্টির চেষ্টা করিলে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর একদল পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ইট-পাটকেল নিক্ষেপের মুখে তাহারা সরিয়া যায়। সকাল ১০ টার দিকে কয়েক ট্রাক বোঝাই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত তরুণদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সকাল সোয়া ১০টা পর্যন্ত এ এলাকায় ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলিতে থাকে। পুলিশ এখানে অন্ততঃ ১৫ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রচণ্ড ইটপাটকেল নিক্ষেপের মুখে সোয়া ১০ টায় পুলিশ এ এলাকা হইতে পিছু হটিয়া যায়। এখান হইতে কয়েকজন তরুণকে পুলিশ তুলিয়া নেয়।

সকাল সাড়ে ১১ টায় কয়েকটি গাড়ীতে করিয়া হকিষ্টিকধারী কতিপয় তরুণ কমলাপুরে উপস্থিত হয়এবং পথের পাশে দাঁড়াইয়া থাকা লোকজন ও দোকানপাটে হামলা চালায়। হামলা চলাকালে এক ব্যক্তি ছুরিকাহত হয় এবং একটি মনোহারী দোকান হইতে আড়াইশত টাকা ছিনতাই হয়। দুপুর পৌনে ১২টায় বাসাব রেল গেটের কাছে হকিষ্টিকধারী একদল তরুণকে বহনকারী নীল রঙের একটি জীপের তেল ফুরাইয়া যায়। এসময়ে স্থানীয় কিছু তরুণ গাড়ীর আরোহীদের ধাওয়া করিলে তাহারা গাড়ীটি ফেলিয়া চলিয়া যায়। এ গাড়ীর ভিতরে প্রচুর লাঠি ও হকিষ্টিক পাওয়া গিয়াছে। নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরের এগাড়ীটির নম্বর জাস-৬৩ ১৮৪৩।

পরে দুপুর পৌনে ২টায় দুইটি লাল নম্বর প্লেটধারী মাইক্রোবাসে করিয়া একদল তরুণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তেল ফুরাইয়া যাওয়া গাড়ীটি নিয়া যায়।

ফার্মগেট

হরতালের প্রথম প্রহর হইতেই ফার্মগেট ও আশেপাশের এলাকায় বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয়।

• গ্রীন রোডের দিক হইতে বেগম সাজেদা চৌধুরী ও জনাব মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে ৬টায় একটা মিছিল ফার্মগেটের দিকে আসিতে থাকিলে পুলিশ সম্মুখ ও পিছন হইতে অকস্মাৎ লাঠিচার্জ করিয়া মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

ফার্মগেট হইতে কাওরান বাজারের দিকে কয়েক জায়গায় জনসাধারণ কয়েক দফায় ব্যারিকেড তৈরী করে। কিন্তু প্রতিবারই পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপ করিয়া এই ব্যারিকেড তুলিয়া ফেলে। এদিকে ফার্মগেট চক্ষু হাসপাতাল সড়কেও কয়েকবার ব্যারিকেড তৈরী করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই পুলিশ এইগুলি তুলিয়া ফেলে। সর্বশেষে বেলা ১টার দিকে চতুর্দিক ঘিরিয়া পুলিশ এই এলাকায় ব্যারিকেড গড়িয়া তোলার কার্যে নিয়োজিত প্রায় ৫০ জনকে আটক করে। পুলিশ ব্যারিকেড ভাঙ্গিবার পর উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল এম এ খান পুলিশ ও স্বীয় বাহিনী সদস্যদের এসকটে নৌসদর দফতরে যান। ইহার পর কয়েকটি বিআরটিসির বাস চালানোর চেষ্টা চলে।

ইহাছাড়া পুলিশ রাস্তায় জড়ো হওয়া লোকদের পিছু ধাওয়া করিয়া সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দুই দফায় কৃষি কমপ্লেক্সের পিছনে মনিপুরীপাড়ায় কয়েক দফা অভিযান চালায়। এই সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ইট-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)